চাঁইবুড়ো পুঁথি পাঠ সুরু করলেন

মারুতির পুঁথি

সত্য ত্রেতা দ্বাপর, তারপর কলির তিপ্পান্ন হাজার বচ্ছর গতে গন্ধমাদন পর্ব্বত ক্ষয় পেতে পেতে হয়ে পড়েছে যখন মরুত্তাশ্রমের চাঁই-বুড়োর ঠেসান দেবার গের্দ্দাটি, সেই কালে আশ্রমের ভোগমণ্ডপের সামনে গাঁদাল-কুঞ্জে জোড়া-পেঁপেতলায় সেই গন্ধমাদনের সামনে আসন পেতে ব'সে চাঁই-বুড়ো মারুতির পুঁথি পাঠের পূর্ব্বে গণ্ডূষ করছেন আর মন্ত্র পড়ছেন—

হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা-মাটিতে চিৎপটাং।।

আচমন তিনবার, তারপর চারিদিকে শ্রোতাদের গায়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ ক'রে, পুঁথির একখানি গরাণ-কাষ্ঠের পাটা চিৎ ক'রে রেখে "মারুতি বদতি" ব'লে মরুত্ত-পুরাণ থেকে ধুয়া-বচনটি আওড়ালেন—

যেখানে নাম সেখানে বদনাম—
প্রমাণ ধরো তার ভুতা-বম্বাই আম।।
সোয়াদ সে আমের মিষ্টি—ডাকনাম অনাছিষ্টি;—
মারুতি বলেন—নামেতে কাজ কি, রাম বোলে চাখো না আম।।

চাংড়াবুড়ি বল্লেন—"বুঝলে বেঙির মা?"

সে ড্যাবা চোখ আকাশে তুলে বল্লে—"বুঝলাম কিছু কিছু—হনুমানের আসল নাম মারুতি"।

বেঙাচির বাবা কট্‌কট্ ক'রে বল্লেন— "যদি মারুতিই হবে আসল নাম—তবে কোথা হ'তে এলো ল্যাজ-গুটি-সুটি হনুমান?"

চাঁই-বুড়ো বল্লেন—"কথাটা উঠবে বুঝেই স্বয়ং মারুতি পুঁথির ধুয়োতে ঐ কথাটি লিখেন। নামের ফাঁকি নিয়ে তর্ক না কর, বাপধন, মাঠকরুণ সকল, নামরহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য হবে পাঠের—সঙ্গে সঙ্গে। শৃণু—" ব'লে চাঁই-বুড়ো বাজখাঁই সুরে গলা ছাড়লেন—

গীত

ভূতভয়-বারণ, প্রভূত-উৎপাত-নিবারণ, ভকতহৃদয়-হরণ রামনাম।
রাম-প্রাণারাম, রাবণান্তকারী-রাম, জানকী-জীবন-বল্লভ রাম।
রঘুবর-রাম বানরকটকমধ্যগত-রাম, হনুমন্ত-সেবিত-রাম।।

ভাব লেগে চাঁই-বুড়ো যেন মূর্চ্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন—"ঐ তিনি এসে গেছেন—

মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে-স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে।।"

সবাই আকাশের পানে চায়—মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপেপাতার ছাতা যেমনি—হেলেনা দোলেনা। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁই-বুড়ো বল্লেন—"যদি বা তিনি এসে থাকেন তো, সূক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে তিনি তো প্রকাশ্য হ'তে পারেন না। অতএব—বিলম্বেনালম্—" ব'লেই নন্দিপাঠ করলেন চাঁই-বুড়ো—

—"দক্ষিণে লক্ষণো ধন্বি, বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্য্যস্য ত্বং নমামি রঘুত্তমম্।।"

সমস্কৃতের গমকে আসর গম্ গম্ করতে থাকলো। সুরু হোলো আদি এবং আসল মারুতির পুঁথি পাঠ—

শব্দব্রহ্মের বরলাভ ক'রে রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি নিশাচরগণ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এমন টানাটানি বাধালে যে ত্রয়স্ত্রিংশ লোক কম্পমান। দিবা নাই, রাত্রি নাই, দেবতাগণ—"তারেৎ ব্রহ্ম-ব্রম্হঃ-ব্রম্ভঃ-ব্রম্হঃ-" ডাক পাড়ছেন—কিন্তু মনে মনে। রাবণের নিশাচর দিবাচর দু-রকমই ঘুরছে দশদিকে। এমন কি, 'যে ব্রহ্মার বরে রাবণ হইল দুর্জ্জয়—তার নামে তারক-ব্রহ্ম নিজেই খান ভয়।' কেবলই নিজের ব্রহ্ম-তেলোতে হাত বোলান, আর যাকে দেখেন বলেন—"চিন্তাকুলং চিত্তং মম জায়তে সদা সাম্প্রতম্!"

থেকে থেকে দল বেঁধে নিশাচর নিশাচরীরা ব্রহ্মদৈত্য ব্রহ্মরাক্ষসদের পাণ্ডা ধ'রে, উঠে আসে ব্রহ্মলোকে। সভায় ঢুকে জোয়ান নিশাচরেরা বলে ব্রহ্মাকে—"বরং ডেহি!"

—"বর কি বাপু অমনি মেলে? অযুত বৎসর তপস্যা করো তবে বর পাবে! এখনো রাম-নামের 'র' অক্ষর বলতে আটকায় তোমাদের। এখান হ'তে নড়—সবাই কৈলাসে গিয়ে বসো তপস্যায়।"

নিশাচরেরা ভয় দেখায়, বলে—"চল্লেম, ব্রহ্মবিদ্যের টোল খুলে আপনাকে যদি লঙ্কায় ছেলে পড়াতে না দিই, তো আমাদের নাম রাক্ষস নয়!"

—কী সর্ব্বনাশ! রাক্ষসদের তুষ্ট করতে ব্রহ্মা পথ পান না; যা চায় তাই বরদান ক'রে বসেন।

মনে মনে বলেন—"অহো স্পর্দ্ধা!"

এমনি ক'রে অক্ষ, ধুম্রাক্ষ, মারীচ, মহোদর প্রভৃতি নিশাচর শক্ত শক্ত বর আদায় ক'রে নিলে পর, নিশাচরীগুলো ছেলে-কোলে দলে দলে এসে বর চায়।

—"অফুরন্ত বর দিলেম, বরের বৃষ্টি হোক তোমাদের ঘরে ঘরে।"

খুশী হয়ে নিশাচরীগুলো বলে—"ভালোরে বিরিঞ্চি বুড়ো, দে তোর দুই পায়ের ধুলো।" ব্রহ্মার সোনার খড়মজোড়া থেকে নখে আঁচড়ে চাঁচ্‌নি নিতে নিতে প্রায় ক্ষইয়ে ফেল্লে তারা।

বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মারে বলেন—"করিছেন কি কর্ম্ম, কুবের-ভাণ্ডারে নাই একমাসা স্বর্ণ। খড়মখানা খুইয়ে শেষে কি গোচর্ম্মের পাদুকা ব্যবহার করবেন?"

—"আহে বাপু, স্বর্ণ-খড়ম বাঁচাতে কি পায়ের চর্ম্ম দেবো ওদের হাতে? যায় যাক্—খড়ম সোনার। শেষ নিম-কাঠের খড়ম; তাতেও না রক্ষা পাই, রোজ দুপাটি ক'রে ঠন্‌ঠনের বিদ্যেসাগরী চটি জুগিও। যাও, সোনার খড়মখানা কুবের ভাণ্ডারে না রেখে, তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো।" এই ব'লে বিধাতা বল্লেন—"তুমি কারিগর, খড়মের কথাই ভাবছো। আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ভাবছি সৃষ্টির ভাবনা—

সৃষ্টি করিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট করে রাবণ বুঝি শেষে।।
ব্রহ্মা আমি, সৃষ্টি করিলাম, বিষ্ণু করুন রক্ষে,
সৃষ্টি করা সৃষ্টি রাখা—অসম্ভব একার পক্ষে।

হে রাম, চিন্তা-জ্বরে গেলাম, ঘোরতর ব্যাপার উপস্থিত, রক্ষে কর এসে।।"

বিশ্বকর্ম্মা নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—"নিঃসহায় লোকগণের জন্যে প্রণিধান ক'রে কিছু বিধান করা শীঘ্র দরকার।"

"বহুকাল ধরি স্বর্গে জ্বলে নাই বাতি
সূর্য্যের উদয় নাই, চন্দ্রের নাই ভাতি'—

বাতি-ভাতি এ-সবে কাজ নেই। এখন, ভাতের বাটিতে ধ'রে টান-না দিয়ে ব্রহ্মকটাহ ভেদ করলেই গেছি, নিশাচরটা—হে রাম তুমিই ভরসা!" ব'লে নিঃশ্বাস ছাড়তেই ত্রয়স্ত্রিংশ লোকের উপরে গোলক থেকে মারুতি আকাশ-বাণী নিক্ষেপ করলেন—

"মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
চারি অংশে নর-বংশে হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুহণ্
দশরথের গৃহে লবেন জনম---রাবণে করিতে বিনাশ।।"

—"নিশ্চিন্ত বাস্—" ব'লেই ব্রহ্মা পলকের জন্য আনন্দে অবশ হয়ে চক্ষু মুদলেন। সেই অবসরে পলকের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে নানা কাণ্ড ঘটে গেল—

সগর-রাজার যজ্ঞাশ্ব চুরি ক'রে ইন্দ্রের কপিলাশ্রমে গোপন করল। সেই ঘোড়ার তরে কপিলের শাপে ষাট হাজার সগর-সন্তান ভস্ম হওন, ভগীরথ গঙ্গা করেন আনয়ন পৃথিবীতে—উদ্ধার করতে পূর্ব্ব-পুরুষগণ! হরিশ্চন্দ্র রাজা স্বগুণে স্বর্গে যেতে যেতে, নিজের মুখে নিজের বড়াই করতে করতে, রথ শুদ্ধ—না স্বর্গ না মর্ত্তের মধ্যে একটা চরে পতন। রঘুর দিক বিজয় করণ। অজ-রাজা প্রাণ ত্যাগ করলেন ইন্দুমতীর কারণ। দশরথ-রাজার পুত্রেষ্টি যাগে ঋষিশৃঙ্গী মুনির আহুতি দেওয়ন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা রাণীর চরু-ভোজন। জগতে ছিল একমাত্র শমন-দমন রাবণ—দেখা দিলেন রাবণ-দমন রাম তখন।

চক্ষু খুলে ব্রহ্মা দেখেন দেবতারা ছালিক্য নৃত্য করছেন—রাবণের ভয়ে নাট্যশালার দ্বার বন্ধ ক'রে—

ইন্দ্র নাচেন, চন্দ্র নাচেন আর নাচেন সুয্যি,
বরুণ নাচেন বহ্নি নাচেন—খেয়ে অমৃতি ভূজ্যি।